শিশু

শ্রীঅমিতাভ সেনগুপ্ত
প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান

ঈশ্বরের সৃষ্ট দুইটি জিনিস, শিশু আর ফুল, মানুষের নিকট পরম আনন্দের বস্তু, প্রকৃতির অপরূপ সম্পদ্। বিশ্বপ্রকৃতি তাহার অপূর্ব সৌন্দর্য্য দিয়া মানুষকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মানুষ যখন কাঁদে, তখন বিশ্বপ্রকৃতি তাহার সম্মুখে আনিয়া দেয় তাহার হাসিমাখা রূপ। প্রকৃতির এই রূপ মানুষকে তাহার দুঃখ ভুলাইয়া দেয়। মানুষ যখন হাসে, বিশ্বপ্রকৃতি তখন তাহার উজ্জলতা দান করিয়া সেই হাসিকে আরও সমুজ্জল করিয়া তোলে। দুঃখে, শোকে, আনন্দে, বিষাদে প্রকৃতির সহিত মানুষের সম্বন্ধ চিরকালই নিগূঢ়। সেইজন্যই প্রকৃতির সম্পদ মানুষের এত প্রিয় এত আনন্দদায়ক। মানুষ ফুলের মালা গাঁথে তাহার প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য। দেবতার মূর্তি ফুল দিয়া মানুষ সাজাইতে চায়। পূজনীয় বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় মানুষ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া। এই স্বাভাবিক, সুন্দর ও সুগন্ধ প্রকৃতির সম্পদ যে ফুল, তাহার প্রতি মানুষের এক সহজ ও স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে।

ঠিক্ সেই ফুলেরই মত সুন্দর, হাসিমাখা, প্রকৃতির বুকে গড়া শিশুর প্রতিও মানুষের একটা সস্নেহ আকর্ষণ আছে। শিশুর চাঞ্চল্য, শিশুর সারল্য, মানুষের মনে এক স্বর্গীয় ও পবিত্র আনন্দের সৃষ্টি করে। শিশু যখন পৃথিবীতে আসে, তখন প্রকৃতির নমনীয়তা, কোমলতা, প্রফুল্লতাই তাহার দেহে ও মনে সঞ্চারিত হইতে থাকে। তখন তাহাকে পৃথিবীর রুদ্রতা, কঠোরতার সহিত যুদ্ধ করিতে হয় না। তাহার সহিত তখন প্রকৃতির ঝড়-ঝাপ্টার কোনও সম্বন্ধ নাই, কোনও সংস্পর্শ নাই। তাই সে তখন কোমল ও মৃদু থাকে। প্রকৃতির সজীবতা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে। সে আনন্দে খেলা করিয়া বেড়ায়। জগতের কাহাকেও সে ভয় করিতে শেখে না—প্রকৃতি তাহাকে এমনই সরল করিয়া গড়িয়াছে। সে জানে না, কে দস্যু, কে মহৎ, কে হিংস্র, কে স্নেহশীল। তাই সে যাহার নিকট স্নেহ পায় তাহারই অনুগত হয়। দস্যুকেও সে ভালবাসিতে পারে, হিংস্রপ্রাণীরও বশবর্তী সে হইতে পারে। দস্যুর তীক্ষ্ণ তরবারির নীচে সে হাসি মুখে শুইয়া থাকিতে পারে। হিংস্র পশুর থাবাকেও সে ভয় করে না। সরলতা শিশুর স্বভাবের এক অপূর্ব বিকাশ। জগতের হিংসা, ক্রোধ, কুটিলতা কিছুর ছায়া তাহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সেইজন্যই সে সরল। তাহার হাসির মধ্যে, তাহার প্রতি পদক্ষেপের

মধ্যে কুটিলতার লেশমাত্রও নাই। তাহার সরল হাসি, সরল গতি মানুষের প্রাণে পুলকের সঞ্চার করে। সেইজন্যই আমরা মহৎব্যক্তির স্বভাবের সহিত শিশুর সরলতার তুলনা করিয়া থাকি। শিশুর সারল্যই মানুষের চোখে শিশুকে সুন্দর করিয়া তোলে। এই সরলতার জন্যই শিশুর শত্রু বলিয়া কেহ নাই। সে শত্রুরও হৃদয় জয় করে সারল্যের বলে।

পবিত্রতা শিশুর দেহে ও মনে সমভাবে বিরাজিত। ঈশ্বর শিশুকে পবিত্র পথে চালিত করেন। জগতের অপবিত্রতার সংস্পর্শ তাহার দেহ ও মনকে কলুষিত করিতে পারে না। শিশুর এই পবিত্রতার মধ্য দিয়াই আমরা দেখিতে পাই জগৎস্রষ্টার রূপ। কবিদের মতে শিশুই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি।

আমাদের মনে হয়, শিশুর অন্তর্দৃষ্টিও আছে। তাহা না হইলে সে কি করিয়া আমাদের মন বুঝিতে পারে? লোকের ভালবাসা বা ঘৃণা সে অতি শীঘ্রই অনুভব করিতে পারে। মৌখিক ভালবাসায় তাহার চিত্ত আকৃষ্ট করা বড় কঠিন। তোমার রূপ, বেশভূষা, হস্তস্থিত খেলনা দ্রব্য কিছুই তাহার মন ভুলাইতে পারিবে না, যদি না তুমি তাহার প্রতি সরল ও স্নেহশীল হও। তাই দেখা যায়, অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত কিন্তু অন্তরে স্নেহশীল ডাকাত বা সৈনিকের কোলে উঠিতে শিশু কোন দ্বিধা বোধ করে না। পরন্তু যদি কোন ব্যক্তি মমতাহীন ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়, তাহার কাছে শিশু যাইতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক হয়। সে ব্যক্তি যদি সুন্দর খেলনা ও খাবার লইয়াও আসে, তথাপি শিশু তাহার কাছে যাইবে না। পার্থিব বস্তুর মোহ হইতে সে মুক্ত বলিয়া তাহার হৃদয় মানুষের প্রেমকেই অধিক মূল্যদান করে। কেহ কেহ বলিবেন, তবে কি শিশু সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয় না? শুধু প্রেমের দ্বারাই তাহাকে আকৃষ্ট করা যায়? আমরা বলিব, রূপের প্রতি তাহার একটা আকর্ষণ আছে, কিন্তু স্নেহের দ্বারাই তাহার মন আগে জয় করা যায় পরে রূপের দ্বারা।

হে মানব-জীবন-উদ্যানের পবিত্র, সুরভিত মুকুল, তোমার কলুষহীন জীবনের কথা কিরূপে বর্ণনা করিব? আমাদের শক্তি নাই, উৎসাহ নাই। এই পরাধীন ভারতে তোমাদের প্রাণ দিয়া ভালবাসে না কেহই, নতুবা ফুটিবার আগেই ঝরিয়া পড় কেন? অথবা কীটদষ্ট হইয়া নানা যাতনার মধ্য দিয়া বাঁচিয়া থাক কেন? এ জগতে তোমাদের মত পরম সুন্দর কিছু আছে কি?

তাই তো প্রভু যীশুখৃষ্ট বলিতেন—'শিশুদিগকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইও না; তাহাদিগকে আসিতে দাও।' মানব-প্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—'আমি ছোট ছেলেদের এত ভালবাসি কেন জান? ছেলেবেলায় তাহাদের মন ষোল আনা নিজেদের কাছে থাকে।' অর্থাৎ সেই মনে যে সৎভাব প্রবেশ করান যায় সেই ভাবই তাহার মনে গাঁথিয়া যায়। কিন্তু হায়, শিশু সু-পালনের জন্য আমরা কি করিয়া থাকি? এই পরাধীন

দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়াই সে নানাপ্রকার কৃত্রিমতার মধ্য দিয়া বাড়িতে থাকে, তাহাকে মানুষ করিবার জন্য তো কেহই কিছু করি না ; বরং যে ঘৃণ্য নয় তাহাকে ঘৃণ্য করিতে অসুন্দরের পিছন পিছন ছুটিতে এবং যাহাতে ভয়ের কিছু নাই তাহাকে ভয় করিতেই আমরা শিখাই। ইহার মূল কারণ কি ? কারণ এই যে, আমারা কেহই মনুষ্য নামের যোগ্য নহি ; পরাধীনতা আমাদিগকে নির্জীব অমানুষ করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং আমরা শিশুর মানসিক ও দৈহিক উন্নতি সাধন করিব কি প্রকারে ? তবে, আশার ক্ষীণ আলোক দেখা যাইতেছে, আমাদের মধ্যে উন্নতি-স্পৃহা জাগিতেছে। মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে আমরাও শিশুকে তাঁহার সহজ স্বভাবে পরিস্ফুট করিতে পারিব। শিশুর সরল ও সহজ মনুষ্যত্ব যদি আমরা বিকশিত করিতে না পারিলাম, তবে জাতি হিসাবে আমাদের সার্থকতা নাই।

উদ্ভিদ এবং মনুষ্য জীবনে আলোকের প্রভাব

শ্রীশচীন দাশ গুপ্ত

৪র্থ বর্ষ, বিজ্ঞান

জলে স্থলে সর্ব্বত্রই জীব, জন্তু এবং উদ্ভিদের সহিত আলোকের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখা যায়। সবুজ উদ্ভিদের সবুজ কণিকাগুলিকে ক্লোরোফীল (Clorophyll) বলে। এই কণিকাগুলি উদ্ভিদের জীবন এবং সূর্য্যালোক ব্যতিরেকে অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। দিবাভাগে বৃক্ষের সবুজ পত্রাবলীর উপর আলোকরশ্মি পড়ায় রসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইতেছে। উদ্ভিদের সবুজ কণিকাগুলি সূর্য্যালোকের সহায্যে বায়ু হইতে অঙ্গারাম্ল বাষ্প (Carbonic acid gas) টানিয়া লইয়া অঙ্গারকে (Carbon) নিজের দেহভূত করিয়া অম্লজানকে (Oxygen) বাতাসে ছাড়িয়া দেয়। আলোক ভিন্ন উদ্ভিদ প্রকৃতরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। একটি সবুজ গাছের গায়ে আলোক না লাগিতে দিলে—তাহার সবুজবর্ণ নষ্ট হইয়া পীত অথবা শ্বেতবর্ণ ধারণ করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই গাছটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে দেশে সূর্য্যের আলোক বেশী সেই দেশে উদ্ভিদের সংখ্যাও বেশী।